কুয়েতের আমীর ও প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

বাংলাদেশের উন্নয়নে কুয়েত সহায়তা দেবে

কুয়েত থেকে শামীম সিদ্দিকী : কুয়েত বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দুটি মুসলিম দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহ ব্যক্ত করেছে।

গতকাল কুয়েত সিটিতে কুয়েতের আমীর শেখ সাবাহ আল আহমাদ আল জাবের আল সাবাহ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ নাসের আল মোহাম্মদ আল আহমেদ আল সাবাহ'র সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃথক পৃথক বৈঠককালে এ আশ্বাস প্রদান করা হয়।

তেল সমৃদ্ধ আরব দেশটিতে তিনদিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গতকাল কুয়েত সিটিতে অত্যন্ত ব্যস্ত দিন কাটান। এই দুটি সাক্ষাৎকালে তারা উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিকদের জানান, এসব বৈঠকে বাংলাদেশী জনশক্তি রফতানি, নদী খনন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে কুয়েতী বিনিয়োগের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

শেখ হাসিনা তার সরকারের 'আকর্ষণীয়' বিনিয়োগ নীতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে আরো বিনিয়োগ করার জন্য কুয়েতী বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা দেবে। তিনি বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের পথ প্রশস্ত করতে দু'দেশের ব্যবসায়ীদের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, জনশক্তি রফতানীর ব্যাপারে তার সরকার বিভিন্ন দেশে কাজ করার উপযোগী করতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ভাষা, আচার, আইন ও কারিগরি জ্ঞান বাড়াতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, কুয়েত নির্মাণ, বিদ্যুৎ, পানি, বেসামরিক বিমান পরিবহন, পেট্রো কেমিকেল, গ্যাস ও হাসপাতালের কাজে আরো বাংলাদেশী আধা-দক্ষ, দক্ষ ও কারিগরি লোক নিয়োগ করতে পারে। তারা স্বভাবজাত ভদ্র ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বিভিন্ন গণমুখী কর্মসূচির উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার ও ডিজেলসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি দিচ্ছে। তিনি দেশের প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে তার সরকারের ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংস্কার কর্মসূচির উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে তিনি কুয়েতের সহযোগিতা কামনা করেন।

কুয়েতের আমীর ও প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় হবে এবং একটি দৃঢ় ভিত্তি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে কুয়েতের আমীর ও প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ব নেতৃত্বের পুরোভাগে চলে এসেছে। এসব বৈঠকে কুয়েতের নেতৃবৃন্দ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে জাতির জনক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা এবং তার কন্যা শেখ হাসিনার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

এর আগে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বায়ান প্রাসাদে পৌঁছলে কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী শেখ নাসের আল-মোহাম্মদ আল-আহমেদ আল-সাবাহ তাকে স্বাগত জানান। এ সময় একটি সুসজ্জিত সামরিক দল শেখ হাসিনাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

এছাড়া দু'টি ছোট্ট শিশু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়। এ সময় দু'দেশের জাতীয়

সঙ্গীত বাজানো হয়। পরে, কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সারিতে দাঁড়ানো তার মন্ত্রিপরিষদ সদস্য এবং তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে শেখ হাসিনাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রী হাসিনা কুয়েতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সফরসঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দেন। পরে তারা বৈঠক করেন। এরপর শেখ হাসিনা সাইফ প্রাসাদে যান এবং সেখানে তিনি কুয়েতের আমীর শেখ সাবাহ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ'র সঙ্গে বৈঠক করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বিকেলে কুয়েতের পার্লামেন্টের (মজলিস-ই-উম্মাহ) স্পিকার জাসেম আল-খারোফির সঙ্গে পার্লামেন্ট ভবনে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠককালে তারা সংসদীয় গণতন্ত্র জোরদার করাসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এ্যাম্বাসেডর এ্যাট লার্জ এম জিয়াউদ্দিন, কুয়েতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহিদ রেজা, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এমএ করিম, প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ ও ডেপুটি প্রেস সচিব মাহবুবুল হক শাকিল এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে আরো বিনিয়োগের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারের আকর্ষণীয় বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে বাংলাদেশে আরো বিনিয়োগের জন্য কুয়েতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গতকাল কুয়েত সিটিতে কুয়েত চেম্বার হাউসে তার সম্মানে কুয়েত বণিক সমিতির দেয়া এক ভোজসভায় ভাষণকালে তিনি আহ্বান জানান।

তিনি কুয়েতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, 'বিনিয়োগের জন্য আপনারা বাংলাদেশকে বেছে নিলে তা দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়ক হবে।'

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কুয়েতের ব্যবসায়ীদের সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। তিনি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, দুই দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে কুয়েত চেম্বার অব কমার্স অব ইন্ডাস্ট্রির সহায়তা পাওয়া গেলে বাংলাদেশ ও কুয়েত উভয়েই লাভবান হবে।

'কুয়েত বর্তমানে নিজেকে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে উপসাগরীয় এই দেশটির সাথে অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও কুয়েত সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে একসাথে কাজ করতে পারে। কুয়েত বাংলাদেশ থেকে উন্নতমানের পোশাক, সিরামিক এবং ওষুধপত্র আমদানী করতে পারে। আরব দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য, ফার্নিচার এবং হস্তশিল্প বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাতসামগ্রী আমদানী করতে পারে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, অবকাঠামো, ওষুধশিল্প, বস্ত্র, আইসিটি, চামড়া, আসবাবপত্র ও কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ কয়েকটি খাতের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কুয়েতের উদ্যোগে অনায়াসে এসব খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে কুয়েত চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান আলি মোহাম্মদ তুনায়েন আল জানিম বক্তব্য রাখেন। কুয়েতের বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

কুয়েতের আমীরের বোনের সাক্ষাৎ

কুয়েতের আমীর সাবাহ আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহ'র বোন আনসাল আল আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ গতরাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার বায়ান প্যালেস স্যুটে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিবেশ কর্মী আনসাল আল আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ কুয়েত সরকারের পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তার সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে কারো একার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব নয়।

শেখ হাসিনা আনসাল আল আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন।